সংস্কৃতি
দশ উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৪ নভেম্বর, ২০১৫

সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত সব সংগঠন/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের আগাম খবর আমাদের জানান। আপনার সংগঠনে/শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে এমন প্রতিভার পরিচয় আমরা তুলে ধরতে আগ্রহী। সংস্কৃতি সংক্রান্ত খবর, ছবি ও মতামত পাঠাতে যোগাযোগ করুন ubs.samskriti@gmail.com-এ

সংঘশ্রী যুবনাট্যের সাকিন

আলিপুরদুয়ার সংঘশ্রী যুবনাট্য সংস্থা সম্প্রতি স্থানীয় পুরসভা মঞ্চে পরিবেশন করল তাদের নতুন নাটক সাকিন। অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব নীতীশ দাস। আবৃত্তি পরিবেশন করেন প্রতীপ ঘটক। মঞ্চ সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন অম্বরীশ ঘোষ। সাকিন নাটকটি রচনা করেছেন তিমিরবরণ রায়। যৌথভাবে পরিচালনা করেছেন সিন্টু দত্ত ও রাজীব রায়। দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দুই লোকশিল্পীর জীবনকাহিনি চিত্রিত হয়েছে নাটকটিতে। এপার বাংলার সীমান্তে আশ্রিত কৃষ্ণ ওরফে বাবাজি আর বাংলাদেশের নির্যাতিতা বীণা ওরফে ফতেমা বিবির জীবনের ঘাত প্রতিঘাত দর্শকদের আকৃষ্ট করে। বীণা একসময় আশ্রয় নেয় কৃষ্ণর আশ্রয়দাতা তিলুর বাড়িতে। বীণা হিন্দু নাকি মুসলমান এই প্রশ্ন আবর্তিত হবার ফাঁকেই তার দিকে নজর পড়ে নারী পাচারকারীদের। সংস্কার ও কুসংস্কারের দ্বন্দ্ব, দুই দেশের সীমান্তে নজরদারি অফিসারদের একে অপরকে দোষারোপ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে নাটক। লালন ফকিরের গান-জাত গেল জাত গেল বলে, একি আজব কারখানা.....য় যে প্রশ্ন ছুড়ে দেওয়া হয়েছে সেই সারকথাই মূর্ত হয়ে ওঠে সাকিন নাটকটিতে। রাজীব রায়ের কৃষ্ণ, সিন্টু দত্তর তিলু, তনুশ্রী সাহার বীণা চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে সুন্দরভাবে। টিমওয়ার্ক এ নাটকের সম্পদ। শাশ্বতী দত্ত, রিজু সাহা, জয় মোহন্ত, দেবাশিস সরকার, নিবারণ রায়, পরিতোষ সাহা প্রমুখের অভিনয়ও মনে থাকবে অনেকদিন।

সমিত সেনের আবহ, সুজিত সাহার আলো ও জ্যোতু সরকারের রূপসজ্জা নাটককে প্রাণবন্ত করেছে। তনয় সাহার মঞ্চ ভাবনাও প্রশংসনীয়। ইতিমধ্যে কলকাতার মুক্তাঙ্গন মঞ্চেও পরিবেশিত হয়েছে নাটকটি। *-নিজস্ব প্রতিনিধি*

ছন্দসীর প্রথম প্রদর্শনী

ছোটোবেলা থেকে ছবি আঁকতে শুরু করে ধীরে ধীরে বয়স, চর্চা ও শিক্ষার পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ছবির ভাষা রপ্ত করেন শিল্পী। ধীরে ধীরে আবার বিবর্তন ঘটতে থাকে সেই শিল্পীর ছবির ভাষার। এর মাঝে চলতে থাকে তার নানা পরীক্ষানিরীক্ষা। ঠিক এই পর্যায়টাই নজরে পড়ল শিলিগুড়ির চিত্রশিল্পী ছন্দসী পালের প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনীতে। সদ্য স্নাতক স্তরের পড়াশোনা শেষ করেছেন শিল্পী। ছবি আঁকছেন ও ছবি আঁকা শিখছেন গত ১২ বছর ধরে। বলা যায় ছেলেবেলা থেকেই। শিলিগুড়িরই সারদা শিল্পকলা কেন্দ্রের ছাত্রী তিনি। ওই সংস্থা বা শিক্ষাকেন্দ্রই আয়োজন করেছিল ছন্দসীর প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী। গত ৬ থেকে ৮ অক্টোবর শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চের রামকিংকর প্রদর্শনী কক্ষে চলল ওই প্রদর্শনী। সারদা শিল্পকলা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ প্রবীরকুমার ভট্টাচার্য জানালেন, ছন্দসী উত্তরোত্তর নিজের ছবিতে তার এগিয়ে চলার নিদর্শন রেখে চলেছে। ওই ছাত্রীকে নিয়ে যথেষ্টই আশাবাদী তিনি। ছন্দসীর এই প্রথম একক চিত্রপ্রদর্শনীতে ছিল মোট ২৬টি কাজ। ক্যানভাস-অ্যাক্রেলিকে তিনি যেমন কাজ করেছেন, ঠিক তেমনি সাবলীলভাবে কাজ করেছেন জলরঙেও। পাশাপাশি তার পরীক্ষানিরীক্ষার ঝলকও দেখিয়েছেন শিল্পী। ফ্রেমিংয়ে অভিনবত্ব এনে তিনটি কাজকে পাশাপাশি রেখে করেছেন 'দ্য ল্যান্ড অফ ডলস্' নামের একটি কাজ। অমন পরীক্ষানিরীক্ষার নজির কিন্তু পাশ্চাত্যের চিত্রশিল্পে ইদানীং একটি বড়োসড়ো ট্রেন্ড। শিল্পীর কাজে যেমন ধরা পড়েছে নিসর্গের রূপ, তেমনি কোনো ছবিতে বিষয় হয়ে উঠেছে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ। তবে শিল্পী অ্যাক্রেলিক-ক্যানভাসের চেয়েও কিন্তু অনেক বেশি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন তার জলরঙে করা কাজগুলিতে। 'হিমেল', 'ল্যান্ডস্কেপ'-এর মতো জলরঙে করা শিল্পীর কাজগুলিতে ওয়াশ পদ্ধতির ব্যবহার বেশ নজরকাড়া। তবে তার অ্যাক্রেলিক-ক্যানভাসে করা কাজগুলিতেও বয়স অনুপাতে যথেষ্টই দক্ষতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। স্টিল লাইফ স্টাডির ক্ষেত্রে ছন্দসীর দক্ষতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেছে। ভবিষ্যতে শিল্পীর কাজে আরও দক্ষতার পরিচয় মিলবে বলে অবশ্যই আশা ও বিশ্বাস রাখা যায়। *-সৌম্য চক্রবর্তী*

শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল
কলাকুশলীর শুক

গত ২৭ সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যা। ঘড়িতে ঠিক ৬টা ১৫ মিনিট। জলপাইগুড়ি রবীন্দ্রভবনের সামনে দর্শকসমাগম শুরু। ৬টা ৩০ মিনিটে গেটের সামনে বিরাট লাইন। ৬টা ৪৫ মিনিটে সব টিকিট বিক্রি, প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ। কাদের অভিনয় ? না কলকাতার তথাকথিত কোনো বড়ো দল নয়, -'জলপাইগুড়ি কলাকুশলীর' ৭৫ তম নাট্যনির্মাণ 'শুক'-এর প্রথম অভিনয়ে এই আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

মহাভারতে ব্যাস পুত্র 'শুক'-এর আখ্যান খানিকটা উপেক্ষিতই থেকেছে। মহাভারতের নানা বিনির্মাণ, পুনর্নির্মাণ তথৈবচ। সেদিক থেকে কলাকুশলীর এ প্রচেষ্টা সকল অর্থেই অভিনব এবং নিজস্বতার দাবি রাখে। 'শুক' সম্পর্কে বেশি কথা লেখা নেই মহাভারতে। নানা পুরাণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে শুকের নানা 'মিথ'। তাদের একীভূত করে এ সময়কে সঙ্গে নিয়ে কলাকুশলী নির্মাণ করেছে এক 'কল্পনাট্য' যেখানে মহাভারতের চরিত্র ভীষ্ম, ব্যাসদেব, শিখণ্ডী, শুক সবাই আছে মূলগত সত্য নিয়েও ভিন্নতর বিশ্লেষণে। নাট্যকার নির্দেশক তমোজিতের ঘোষণায় জানা যায় এ ব্যাপারে তাদের দিকনির্দেশ করেছে এস ভৈরাপ্পার কন্নর উপন্যাস 'পর্ব' আর নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি বিরচিত 'মহাভারতের ছয় প্রবীণ'।

সাম্রাজ্যের ভোগদখলে যখন উন্মাদ দুই শক্তি, পরস্পরকে ধ্বংসে উদ্যত তখন কি হয় জ্ঞানচর্চায় রত শিক্ষককুলের ভূমিকা ? কোন পক্ষ নেয় তারা ? সর্বত্র কর্তৃত্বকামী রাষ্ট্র যখন তার করাল থাবা বসায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, তখন কি করতে পারে জ্ঞানের তাপসগণ ? শঠতা, কপটতা, লোভে জর্জরিত পৃথিবী থেকে বীতশ্রদ্ধ তরুণসমাজকে জাগায় কে ? এসব প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজে এ নাটক, মহাভারত আশ্রিত এ কল্পকাহিনির আড়ালে।

মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে ব্যাসদেব তার চার শিষ্যকে নিয়ে বদরিকাশ্রমে জ্ঞানচর্চায় রত। তার পুত্র মহাজ্ঞানী 'শুক' পাপপ্রবঞ্চনায় ভরা জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে বেছে নিয়েছেন আত্মনাশের পথ, অন্নজল ত্যাগ করেছেন। এমনই এক অস্থির সময়ে পিতামহ ভীষ্ম ব্যাসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন মনে অনেক প্রশ্ন নিয়ে। সমাধিস্থ শুককে জাগাতে যান তিনি। প্রতিভাত হয় 'শুক'-যে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ- সে বারবার ভীষ্মের পক্ষ নির্বাচন, নারী অবমাননা, পুরুষকারকে

প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। প্রশ্ন করে 'পরিবার রাষ্ট্র ক্ষমতা সব এক ? অভিন্ন ?' সেকি সত্যই শুক নাকি শিখণ্ডী নাকি ভীষ্মের কল্পনা ? ভীষ্ম ব্যাসদেবের সংলাপে বিধৃত হয় কুরুবংশের সৃষ্টিসহস্য, ক্ষমতার ক্রীড়নক ভীষ্মের অসহায়তা। সেসময় দুর্যোধনের সেনানায়ক এসে বার্তা দেয় যুদ্ধের প্রয়োজনে আশ্রমের সম্পদ রাজাকে দান করতে হবে। ভীষ্মের সামনেই সে ব্যাসদেবকে দেয় প্রচ্ছন্ন হুমকি। ভীষ্মের প্রস্থানের পর খবর আসে সমস্ত আশ্রম আক্রান্ত হচ্ছে দুর্যোধনের সৈন্যবাহিনীর হাতে। ব্যাসদেবের শিষ্যগণ লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিতে চান। ব্যাসদেব তাদের বিরত করেন, বলেন, পুঁথি-পুস্তক নিয়ে মানুষের কাছে যেতে-মানুষকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করে তুলতে। সেটাই হবে সবচেয়ে বড়ো যুদ্ধ। শুকের সুপ্তি ভাঙানোর মন্ত্র দিয়েই শেষ হয় এ নাটক।

মঞ্চ, আবহ, আলো পোশাকে সুচারুরূপে পুনর্নির্মিত হয়েছে মহাভারতের কাল। কাব্যিক সংলাপের ব্যঞ্জনায়, সংস্কৃত শ্লোকোচ্চারণে দর্শক যেন সত্যি সত্যি পৌঁছে যান সে কালে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দারুণ দলগত অভিনয়। শুক কিংবা শিখণ্ডীর চরিত্রে অভিজিৎ বসুর অভিনয় এ নাটকের সম্পদ। পৌরুষের দাম্ভ্য-নারীর যন্ত্রণা একই সঙ্গে আশ্চর্য দক্ষতায় মিশিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে মঞ্চ ও পোশাক পরিকল্পনার দায়িত্বও সামলেছেন। ব্যাসদেবের ভূমিকায় অপূর্ব সাহা আর ভীষ্ম প্রিয়জিৎ রায়ের যুগলবন্দি নাটকের গতিরুদ্ধ হতে দেয়নি কখনও। যোগ্য সংগত করেছেন চার শিষ্য-সৌরভ, সৌগত, শুভদীপ ও অরিজিত। শাসকের দম্ভ, নিষ্ঠুরতা-ফুটিয়ে তুলেছেন নীলাঞ্জন গুহ প্রান্তপাল চরিত্রে। খুব অল্পসময়ের জন্য হলেও সত্যবতী-পৌলোমী ও অনাম্নী দাসি-সুদেষ্ণা ছাপ রেখেছেন দর্শকমনে। রূপসজ্জায় আধুনিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন ঋতু সেনগুপ্ত আর সন্দীপ ব্যানার্জি। আলোকপ্রক্ষেপক সুজিত সাহা আঁধারকে বাঙ্ময় করে তুলেছেন অনায়াস দক্ষতায়। বিশেষ করে প্রদীপের আলো সৃষ্টি করেছে অনন্য এক মায়া, রহস্য। শৌভিকের আবহ সময়কে ধরেছে যথাযথ, তবে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সংগীতের ব্যবহার কখনও বাহুল্য মনে হয়েছে। নেপথ্যে ব্যবহৃত সংগীতে খানিক সুরচ্যুতিও কাম্য ছিল না।

সবশেষে রচয়িতা নির্দেশক আলোক পরিকল্পক তমোজিত-এর সাধুবাদ প্রাপ্য এই দুরূহ বিষয়কে সমকালের রসে জারিত করে সর্বস্তরের মানুষের মনোগ্রাহী করে তোলার জন্য। বিষয়ের অভিনবত্বে, বক্তব্যের গুরুত্বে আর প্রযোজনার নৈপুণ্যে কলাকুশলীর 'শুক' সমকালীন বাংলা রঙ্গমঞ্চের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। *-নিজস্ব প্রতিনিধি*

মিত্র সম্মিলনীর বিজয়া সম্মেলন

শিলিগুড়ি শহরের ঐতিহ্যমণ্ডিত সমাজ-সাংস্কৃতিক সংস্থা মিত্র সম্মিলনীর বিজয়া সম্মেলন হয়ে গেল গত ২৪ অক্টোবর। সম্মিলনীর সুরেন্দ্র মঞ্চে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সাধারণ সম্পাদক উদয় দুবের স্বাগত সম্ভাষণের পর শহরের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী সোমা চক্রবর্তী (সান্যাল) ও কিংশুক ভৌমিক সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে মনোজ মিত্রের নাটক 'পাখি' সুদীপ রাহার পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে ছিলেন সুদীপ রাহা, পৃথা সেন, সোমা ভট্টাচার্য ও প্রণব হোড়রায়। তৃতীয় পর্বে মহালয়ার দিন অনুষ্ঠিত 'সুশীলচন্দ্র রাহা স্মৃতি বয়সভিত্তিক বসে আঁকো প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগী ছাড়াও শিশুবিভাগে অংশগ্রহণকারী সকলকেই পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার তুলে দেন জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, স্মৃতীশ ভট্টাচার্য, উদয় দুবে, সুজিত রাহা ও পৃথ্বীরঞ্জন সেন। এই বিজয়া সম্মিলনিতে সুরেন্দ্র মঞ্চে দর্শকসমাগম ছিল উল্লেখযোগ্য। সেদিনের অনুষ্ঠানে মিত্র সম্মিলনী প্রযোজিত 'পাখি' নাটকটি দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করে। এজন্য মিত্র সম্মিলনীর কলাকুশলীদের ধন্যবাদ অবশ্যই প্রাপ্য। পরিশেষে সম্মিলনীর সভাপতি জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্যের ধন্যবাদ জ্ঞাপন-এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অপরাজিতা ভট্টাচার্য। *–নিজস্ব প্রতিনিধি*

সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

সংস্কার ভারতীর শিলিগুড়ি শাখার উদ্যোগে গত ৬ অক্টোবর শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে এক বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানের সূচনায় স্থানীয় বিশিষ্ট রাজবংশি সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ রায়কে সংবর্ধনা জানানো হয়। দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সংস্কৃতে রূপান্তরিত রবীন্দ্রসংগীত দিয়ে। ভাষান্তর ছিল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা সেন্ট্রাল ফিলম সেন্সর বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার সদস্য কমলেশ সরকারের। আর সমবেত এই সংগীতানুষ্ঠানের পরিচালনায় ছিলেন শিলিগুড়িতে পুরোনো দিনের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী তথা ফিলম সেন্সর বোর্ডের সদস্য মণিকা সরকার। সঞ্চারী সরকারের নৃত্য পরিচালনায় গণেশ বন্দনা ও তারানার নিবেদনে ছিলেন অদ্রিজা, অনুষ্কা, সংগীতা, গীতন, ত্রিবেনি ও দেবযানী। সমবেত সংগীত এবং আবৃত্তির অনুষ্ঠান দুটি পরিচালনা করেন স্বাগতা পাল ও সৌরভ সরকার। ছড়ার গানে নৃত্য পরিচালনায় নজর কাড়েন গৌতম সেনগুপ্ত। খড়িবাড়ির বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সৌজন্যে নিবেদিত আদিবাসী ওরাওঁ নৃত্যও অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণ অন্য মাত্রা দিয়েছে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে ছিল ডঃ আম্বেদকরের জন্ম শতবর্ষ স্মরণে রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য চন্ডালিকা এবং দীপোজ্জ্বল চৌধুরির পরিচালনায় নাটক-মা। সঞ্চারী সরকারের পরিচালনায় চন্ডালিকার রূপায়ণে ছিলেন অদ্রিজা (প্রকৃতি), দেবলীনা (মা), সুমনা (আনন্দ), দেবযানী (ফুলওয়ালি), গীতন (দইওয়ালা), ত্রিবেণী (চুড়িওয়ালা) এবং অনুষ্কা, সঙ্গীতা, মানালি, পূর্ণিমা, মাধুর্য, সুকন্যা, ঋতুসী, রঞ্জনি, রাজসী। সব মিলিয়ে সংস্কার ভারতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল যথেষ্ট পরিকল্পিত এবং আন্তরিক। *-নিজস্ব প্রতিনিধি*

নৃত্য ছন্দমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

অনুপ্রেরণার চৌকাঠ পেরিয়ে নাচ নিয়ে সব সময়ই খানিকটা এগিয়ে ভাবেন নৃত্যশিল্পী সুতপা রায়। তার নাচের রোল মডেল গুরু সংগীতা চাকী। শাস্ত্রীয় নৃত্যে গুরুর নিবিড় তালিম তাকে বিশ্বাসের সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছে দিয়েছে এক অদ্ভুত আত্মবিশ্বাসের জগতে। এই গভীর আত্মবিশ্বাস থেকেই গত ২০ বছর ধরে তার নাচের স্কুল নৃত্যছন্দমকে তিলতিল করে গড়ে তুলেছেন সুতপা। আজ এই নৃত্যছন্দমই তার নৃত্যভাবনার ভবিষ্যৎ স্বপ্ন। সম্প্রতি নৃত্যছন্দমের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় পারমিতা, রিয়া, জাগৃতি ও পৌলোমীর কৃষ্ণবন্দনা দিয়ে। পরবর্তী গণেশবন্দনা এবং আলারিপুতে রাজন্যা, কথাশ্রিতা, বর্ষা, তানিশা, প্রিয়াঙ্কা, ঈশিতা, দেবদত্তা, ঐন্দ্রিলারা নজর কেড়েছে। ঝাঁপতাল এবং ত্রিতালে কত্থক অনুষ্ঠানেও সপ্তপর্ণা, ওভিয়া, শ্যারণ, তনিষ্কা ও পৌলোমীরা বুঝিয়ে দিয়েছে তারা নাচ নিয়ে আরও বড়ো হতে চায়। কত্থকের একতালে স্নেহা, মধুমিতার নাচও ভালো লেগেছে।

এদিনের এই বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অতিথির আসনে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ (অমু), গৌরাঙ্গ বিশ্বাস, সংগীতা চাকী, শ্রীপদ দাস প্রমুখ। অনুষ্ঠানকে সাজানো হয়েছিল সব ধরনের নাচ দিয়ে। শাস্ত্রীয় নৃত্যের পাশাপাশি ছিল রবীন্দ্রনৃত্য, লোকনৃত্য, আধুনিক নৃত্য ও ফিউশন। উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থী শিল্পীদের মধ্যে নজর কেড়েছে আলোকিতা, তিথি, শ্রীজয়া, দেবাঙ্গনা, বিদিশা, রিজা প্রমুখ। এছাড়া ছিল নাচ, গান ও কবিতার একটি কোলাজ অনুষ্ঠান। *-ছন্দা দেমাহাতো*

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা
নভেম্বর মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল
বিষয় ঃ উৎসব

আলোর উৎসব

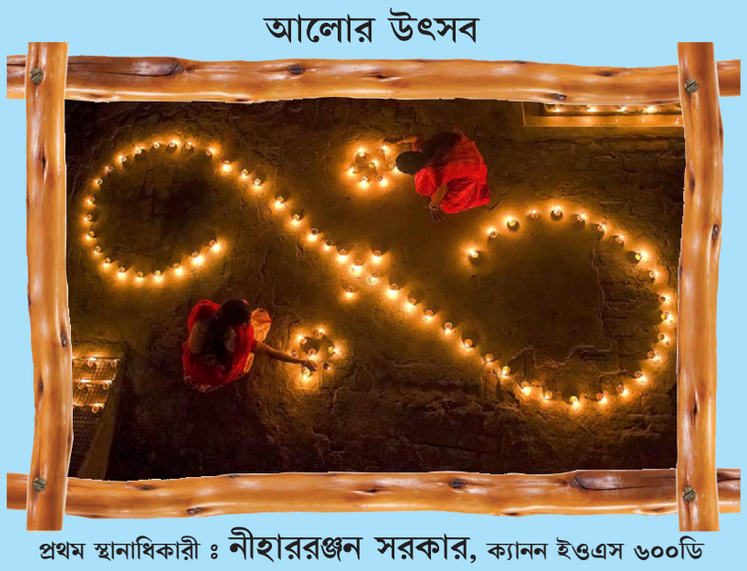

প্রথম স্থানাধিকারী ঃ **নীহাররঞ্জন সরকার,** ক্যানন ইওএস ৬০০ডি

দীপাবলি

দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ঃ **সত্যম রায়চৌধুরি,** ক্যানন ইওএস ৫০০ডি

আরও যারা ছবি পাঠিয়েছেন

অগ্নিত পাল, সুদীপ্ত ঘোষ, অভিজিৎ বাগচি, সৌগত মোহান্ত, সুদীপ্ত ভৌমিক, অর্করব্রত চৌধুরি, অরুণোদয় চৌধুরি, সৌরদীপ্ত শিকদার, প্রতীক সিকদার, ঋতুব্রত ঘোষাল, অনুপম চৌধুরি, সব্যসাচী নন্দী, অঙ্কিতা কুণ্ডু, রক্তিম মণ্ডল, রাজু দাস, রাজু দেবনাথ, শীর্ষেন্দু ঘোষ, মৃন্ময় দাস, মৌমিতা চক্রবর্তী, সুদীপ্ত মৈত্র, তন্ময় বোস, শুভ্রদীপ সরকার, শুভজিৎ বাগ, সৌরভ দে, শুভদীপ দাস, বিট্টু সাহা, সৈকত সরকার, আকাশ রায়, ভাস্কর মজুমদার, দীপঙ্কর দাস, তীর্থরাজ ভট্টাচার্য, অর্কপ্রভ দাস, অভিষেক চৌধুরি, সুদীপ ভৌমিক, সুদীপ্ত ঘোষ।

আরাধনা

তৃতীয় স্থানাধিকারী ঃ **পার্থ চক্রবর্তী,** ক্যানন ইওএস ৬০ ডি

রোশনাই

চতুর্থ স্থানাধিকারী ঃ **বিকাশ চক্রবর্তী,** কুলপিক্স এল ১২০

মাতৃরূপেণ...

পঞ্চম স্থানাধিকারী ঃ **দেবরাজ দে,** নিকন ডি ৭০০০